

মেয়েদের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার চিত্র ভয়াবহ

আইসিডিডিআরবি'র জরিপ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

‘জাতীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা’ বিষয়ক প্রাথমিক জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৮৫ ভাগ নারী ও কিশোরী মাসিক চলাকালীন পুরাতন কাপড় ব্যবহার করেন এবং গ্রামাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে এটি বেশি দেখা যায়। মেয়েদের বিদ্যালয়গুলোতে মাসিককালীন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার চিত্রটি আরও ভয়াবহ।

এই সকল সমস্যার প্রধান কারণ হলো, সচেতনতার অভাব ও সামাজিক কুসংস্কার এবং স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ন্যাপকিনের অপ্রতুলতা। কিন্তু নারী স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এই প্রচলিত কুসংস্কার বা প্রথাগুলো ভেঙ্গে এটিকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

বাংলাদেশ ওয়াস এ্যালায়েন্স এবং এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে ও ড্রপ-এর সহায়তায় গতকাল রবিবার, সিরডাপ মিলনায়তনে ‘মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয়’ শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে জরিপের এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

ওয়াটার্স এইডের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডা. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের পরিচালক সাখদুদা নাগিস, অতিরিক্ত সচিব রোজানা কাদের, পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের প্রকল্প পরিচালক কাজী আব্দুল নূর, ওয়াস এ্যালায়েন্স-

নেদারল্যান্ডের কান্ট্রি লিড সারা আহরারি, নেদারল্যান্ড দূতাবাসের প্রথম সচিব কার্ল ডি গ্রুট, ড্রপ’র চেয়ারম্যান আজহার আলী তালুকদার, বাংলাদেশ ওয়াস এ্যালায়েন্সের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর অলক কুমার মজুমদার প্রমুখ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ওয়াটার্স এইডের সহায়তায় আন্তর্জাতিক উদ্যময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি)-২০১৩ সালে দেশের সব জেলা থেকে মোট আড়াই হাজার পরিবারের দুই হাজার ১০৭ জন বয়স্ক নারী ও ৩৭৭ জন কিশোরীর তথ্য নেয়। এ ছাড়া ৭০০ স্কুলের ২ হাজার ৩৩২ জন ছাত্রীর মতামত নেয়া হয়।

জরিপে দেখা গেছে, ছাত্রীদের ৬৮ শতাংশ বলেছে, প্রথমবার মাসিক হওয়ার আগে তারা এ বিষয়ে জানত না। ছাত্রীদের ৮২ শতাংশ মাসিকের সময় পুরোনো কাপড় ব্যবহার করে। মাত্র ১ শতাংশ স্কুলে ব্যবহার করা প্যাড ফেলার ব্যবস্থা আছে। জরিপে ৪০ শতাংশ ছাত্রী বলেছে, মাসিকের কারণে গড়ে মাসে তারা তিনদিন স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে ৩৮ শতাংশ কিশোরীকে এবং ৪৮ শতাংশ বয়স্ক নারীকে মাসিকের সময় ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। সমাজে এখনো মাসিকের বিষয়টি লুকিয়ে রাখার বিষয় হয়ে আছে। তাই ৪৯ শতাংশ নারী মাসিকের সময় ব্যবহার করা কাপড় ওকানোর জন্য ঘরের অন্ধকার স্থান বা গোপন স্থান বেছে নেন।